দৈনিক সংবাদ

তারিখ 03 MAR 1986
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

আজ রোকেয়া হলের রজত জয়ন্তী

।। রেজোয়ানুল হক রাজা ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের প্রথম আবাসরোকেয়া হলের রজত জয়ন্তী আজ শনিবার শুরু হচ্ছে। হলটির বয়স এ বছর তিরিশ ছুয়েছে। এই সময়কালের পুরোনো এবং এখনকার ছাত্রীরা দু'দিনের এই উৎসবে মুখোমুখি হবেন নিজেদের প্রিয় আঙিনায়। পুরোনোরা অতীত খুজবেন, বর্তমান দেখবে ভবিষ্যৎকে। সবমিলিয়ে যে আয়োজন তা দু'দিন উৎসবমুখর রাখবে রোকেয়া হল প্রাঙ্গণ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২১ সালে। ১৯৩৮ সালে ১০।১২ জন ছাত্রী নিয়ে 'চামেরী হাউস' নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রীনিবাসটি চালু হয়। এটি ভদা হাউস নামেও পরিচিত ছিলো। তখন এই ছাত্রীবাসের একটিমাত্র ভবন এবং সেটি তারকাটা দিয়ে ঘেরা ছিলো। তখনকার ছাত্রীরা সলিমুল্লাহ ও ফজলুল হক হলের সাথে সংযুক্ত ছিলেন। ছাত্রীনিবাসটি মেয়েদের হল হিসেবে স্বীকৃতি পায় ১৯৫৬ সালে। তখন আবাসিক ছাত্রী ছিলেন ২৫০ জন এবং হলটির নাম হয় 'উইমেন্স হল'। হলের প্রথম প্রাধ্যক্ষা হিসেবে নিযুক্ত হন মিসেস জাহানারা ইমাম। হলের প্রথম ছাত্রী সংসদও ঐবছরই গঠিত হয়। তারতে-শুরী হোমস এর বর্তমান অধ্যক্ষা মিস প্রতিভা মুৎসুদ্দী এবং মরহুমা কামরুন্নাহার লাইলী ছিলেন প্রথম ছাত্রী সংসদের সহ-সভানেত্রী ও সাধারণ সম্পাদিকা। ১জন করে প্রাধ্যক্ষা, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও অফিস সহকারী এবং ৭।৮ জন কর্মচারী এ সময় হলটির তত্ত্বাবধান করতেন। ১৯৬৪ সালে উইমেন্স হলের নামকরণ করা হয় 'রোকেয়া হল'।

রোকেয়া হলের প্রশাসনিক কাঠামো এবং ছাত্রীসংখ্যা এখন অনেক বেড়েছে। আবাসিক-অনাবাসিক মিলিয়ে বর্তমানে হলের ছাত্রীসংখ্যা প্রায় সাড়ে ৩ হাজার এবং এরমধ্যে হাজারখানেক ছাত্রী হলেই থাকেন। একজন প্রাধ্যক্ষা, একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ১৩জন আবাসিক শিক্ষিকা, একজন শাখা অফিসার এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর একশ'রও বেশী কর্মচারী এখন হলটি দেখাশোনা করেন। ভবন-সংখ্যা এখন দাড়িয়েছে ৪টিতে এবং সেগুলো হচ্ছে প্রধান ভবনটা অনার্স ভবন, বর্ধিত ভবন ও নতুন ভবন। এছাড়া রয়েছে দুটো লাউঞ্জ, দুটো ডাইনিং, সেলাই-ঘর, গান শেখার ঘর, নামাজঘর ইত্যাদি।

রজত জয়ন্তীর দু'দিনের এই উৎসবে প্রায় এক হাজার পুরোনো ছাত্রী যোগ দেবেন বলে হল প্রশাসনের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন। গতকাল শুক্রবার পর্যন্ত পুরোনো ছাত্রীদের রেজিষ্ট্রেশন করা হয়। মূল প্রস্তুতি পরিষদ বাদেও রজত জয়ন্তীর সকল কর্মসূচী সফল করে তুলতে ৮টি উপ-পরিষদ গঠন করা হয়েছে। রজত জয়ন্তীর জন্য প্রায় ৩ লাখ টাকা খরচ হবে এবং দান-অনুদান, বিজ্ঞাপন, রেজিষ্ট্রেশন ফি ইত্যাদির মাধ্যমে এই টাকার সংস্থান হবে বলে জানা গেছে। অনুষ্ঠানের জন্য হল মাঠে বিরাট প্যাণ্ডেল তৈরী এবং বিভিন্ন ভবন ও হল প্রাঙ্গণ ঝেড়মুছে ঝকঝকে করা হয়েছে।

রোকেয়া হলের ৫ তলাবিশিষ্ট প্রধান ভবন। —সংবাদ

কর্মসূচী

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল মান্নান আজ সকাল দশটায় রজত জয়ন্তীর উদ্বোধন করবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি থাকবেন বেগম সুফিয়া কামাল। বেলা ১২টার মধ্যে চা-চক্র শেষ করার পর বেলা দুটো পর্যন্ত স্মৃতিচারণ সভা হবে। দুপুরের খাওয়া সেরে বিকেল ৪টা পর্যন্ত গল্পের আসর বসবে। ৫টা পর্যন্ত পরিবেশিত হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক দলের নাট্যানুষ্ঠান। সাড়ে ৫টা থেকে পরবর্তী দু'ঘণ্টা ধরে অনুষ্ঠেয় বিচিত্রানুষ্ঠানে হলের পুরোনো ছাত্রীরা অংশ নেবেন।

আগামীকাল রোববার সকাল ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত হলের ভবন ও কক্ষগুলো পরিদর্শন এবং তারপর ১২টা পর্যন্ত আলোচনা অনুষ্ঠান হবে। ১২টায় বসবে বর্তমান ছাত্রীদের গানের আসর। মাঝখানে দুপুরের খাওয়া সেরে ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত খেলাধুলা, সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের নাটক এবং তারপর প্রীতিভোজ অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া হলের ছাত্রীরা মীনাবাজার এবং লাকী ড্র'র আয়োজন করবে।